দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4 ......

ছাত্রী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচি

১৮ অক্টোবর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানববন্ধন, ২০ অক্টোবর সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
বখাটেদের হাতে ছাত্রী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে দুদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ১৮ অক্টোবর দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ মিনিট প্রতীক মানববন্ধন এবং ২০ অক্টোবর সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ছাত্রী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ সম্পর্কে এ প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ার পথে, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আক্রমণের শিকার হচ্ছে। যে বিষয়টি আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না। পর পর এ ঘটনাগুলো আমাদের খুবই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। যারা এ ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে তারা সমাজের শত্রু, দুষ্কৃতকারী, এরা খুনি, এরা বিকৃত মানসিকতায় গড়ে উঠছে। এরা প্রকৃত অর্থে মানুষ নামধারী পশু।

এ ধরনের মানসিকতা সামাজিকভাবে প্রতিহত করা না গেলে ছাত্রী নির্যাতন নির্মূল করা কঠিন হবে বলে উল্লেখ করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গভর্নিং বডি, এলাকাবাসী, আলেম-ওলামাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মিলিতভাবে এদের প্রতিহত করতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিকভাবে দুদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী ১৮ অক্টোবর সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীকী হিসেবে ১৫ মিনিটের মানববন্ধন হবে। এ মানববন্ধনের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থী হাতে হাত ধরে নিহত ছাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আহতদের জন্য প্রার্থনা করবে। ওইসব মানুষরূপী পশুদের যেন বিচার হয় সেজন্য আমরা হাতে হাত ধরে শপথ নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এ সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০ অক্টোবর সব মানুষকে সম্পৃক্ত করে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা করব। সেই সভায় ওই অঞ্চলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে। তারা চারপাশে প্রচার চালাবেন।

ছাত্রীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ও আন্দোলন গড়ে তোলার এটা সূচনা জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সেখানে আমরা একটা কমিটিও করব। যে কমিটির মাধ্যমে তারা নিয়মিত এ কার্যক্রম করতে পারেন। যার প্রতি কোনো সন্দেহ হবে, অভিযোগ উঠবে, তাকে ডেকে এনে শোধরানোর চেষ্টা করা হবে। যদি শোধরানোর বাইরে চলে যায় অবশ্যই তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে। তিনি আরও বলেন, যদি তাকে না পাওয়া যায় তার বাবা-মাকে আমরা ওই কমিটির মাধ্যমে অভিযুক্ত করব, তারা সন্তানকে আইনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবেন। বাবা-মাসহ সবাইকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আপনার সন্তান যেন নষ্ট না হয়ে যায় সে বিষয়ে সতর্ক হোন। কমিটি গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, কোনো মুরব্বি বা প্রধান শিক্ষককে দিয়ে বা অধ্যক্ষ বা অন্য কাউকে আহ্বায়ক করে যে কোনো ফর্মে কমিটি গঠন করতে পারেন। শুরু করলে, বুঝতে পারব... আমরা তাদের কাছ থেকেও ফিডব্যাক নেব। যেভাবে হলে ভালো হয় সেভাবে করতে বলব।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, জাতীয় সংসদের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, আহতদের চিকিৎসা দেওয়া, যা-যা হওয়া উচিত সব বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, এসব খুনির যারা গ্রেপ্তার হয়েছে বা গ্রেপ্তার হয়নি তাদের সবাইকে অবিলম্বে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অতিদ্রুত কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যে শাস্তি সবাইকে আশ্বস্ত করবে যে, এগুলো করে পার পাওয়া যায় না। ছাত্রী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান মন্ত্রী।